The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পরিবেশ নারীবাদ প্রসঙ্গে এক আবেগপ্রবন ক্রিয়াশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী

Tiasa Mondal
Former Guest Lecturer, Barasat Government College, Barasat, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400029*

Abstract

"পরিবেশবাদী নারীবাদ" তাত্ত্বিক শব্দটির সঙ্গে আমরা প্রথম পরিচিত হই ' ফ্রাঁসোয়া দ্য ওবোন' নামক একজন ফরাসি নারীবাদী লেখিকার Le Feminism ou la Mort (১৯৭৮) বইটি তে। কিন্তু বলা বাহুল্য তারও কিছু বছর আগে বান্দানা শিবা একজন সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদী হিসেবে ১৯৭০ সালের চিপকো আন্দোলনে একজন অন্যতম নেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও ওয়াঙ্গারি মাথাই ১৯৭৭ সালে ৫ জুন, আফ্রিকার কেনিয়াতে 'গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। যেভাবে পৃথিবীর মা হিসেবে সক্রিয় ভাবে পরিবেশ ও নারীর জন্য আন্দোলন করে গেছেন, তাতে একেবারেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা চলে যে "আবেগপ্রবণ" শব্দটি তাদের কর্মে অতপ্রোত ভাবে জড়িত। আবেগপ্রবণ 'শব্দটির সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত, তবে,আমেরিকান অধ্যাপক এবং সাহিত্য গবেষক রিচার্ড ম্যাজি তাঁর ' Reintegrating Human and Nature modern sentimental ecology' বইটিতে রেচেল কার্সন এবং বারবারা কিংসালভা এর কল্পকাহিনী তুলে ধরেন, যেখানে 'আবেগপ্রবণ পরিবেশবাদ' (Sentimental Ecology) নতুন সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। Sentimental Ecology ও সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদ ধারণা দুটিকে একত্র করে এক 'আবেগপ্রবণ সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদ (Sentimental Active Ecofeminism) ধারণা গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Keywords: *আবেগপ্রবণ, পরিবেশবাদ, নারীবাদ, প্রকৃতি, সক্রিয়, চিপকো, কীটনাশক*

ভূমিকা

নারী ও পরিবেশের সঙ্গে চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ একটি বহুমুখী তত্ত্ব হল 'আবেগপ্রবণ সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদ। **এখন আমার মনে একটিই প্রশ্ন জাগে তাহলে একটি পরিবারে যেমন একজন সদস্যর সাথে আরেকজন সদস্যের আবেগপ্রবণ সম্বন্ধ থাকে ঠিক তেমনি পরিবেশের সাথেও আমাদের আবেগপ্রবণ সম্বন্ধ তৈরি করা উচিত নয় কি? পরিবেশ ও নারীকে একটি কয়েনের দুই পিঠ হিসেবে দেখলে, পরিবেশ ও নারীর প্রতি আমাদের সেই আবেগপ্রবন মানসিকতা আসে না কেনো? যে আবেগপ্রবণ সম্বন্ধ রয়েছে তা কি কেবল কল্পকাহিনীর মধ্যেই থেকে যাবে নাকি এখনই সময় হয়েছে শিবা ও মাথাই এর মতন এমন সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণকারী সক্রিয় কর্মীদের পরিচয়কে 'আবেগপ্রবণ সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদী'হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। নারীর শারীরিক গঠনের দোহাই দিয়ে নারীকে তুলে ধরা হয়েছে দুর্বল, শান্ত, মমতাময়ী, সহানুভূতিশীল ও আবেগপ্রবণ হিসেবে। তাই আমার প্রশ্ন এটাই আবেগ ছাড়া কি মানুষ হওয়া সম্ভব?** নৈতিক বিচার বিবেচনা যদি মানব সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে জড়বস্তু বা যন্ত্র ছাড়া কিছুই থাকবে না। "আবেগপ্রবণ সক্রিয় পরিবেশ নারীবাদ" এর উদ্দেশ্য হলো "কেউ একা নই" প্রকৃতি, সমাজ ও আবেগ সমান্তরাল ভাবে যুক্ত আর এটাই বাস্তব। কয়েক দশক ধরে "আবেগপ্রবণ" শব্দটি সংবাদপত্রের অভাবে ভুগছে। পরিবেশ ও নারীর সঙ্গে সমাজের আবেগের সম্পর্ক ঠিক কোথায় এখনও পণ্ডিতগণ প্রকাশ করতে পারেননি। যখন সক্রিয় পরিবেশগত কার্যকলাপ থেকে আবেগকে বের করে নিয়ে আসা হয় তখন পরিবেশ হয়ে যায় অবহেলিত এবং ধ্বংস। বন্দনা শিবা, ওয়াঙ্গাড়ী মাথাই এর

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"সক্রিয় ভবে পরিবেশের প্রতি কর্মকাণ্ড নারীবাদী চিন্তাধরার সাথে রিচার্ড ম্যাজির বক্তব্যে থাকা" "আবেগপ্রবণ পরিবেশ নারীবাদ" ধারনার মেলবন্ধনে এক নতুন বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনে নারী কথন

পরিবেশ ও নারীবাদ প্রেক্ষাপটটি আসতেই সর্বপ্রথম মনে পরে যায় বিশিষ্ট ভারতীয় পরিবেশ নারীবাদী বন্দনা শিবা। ১৯৪৪ সালে তার লেখা Staying alive. Women, Ecology and Development in India বিখ্যাত গ্রন্থটিতে চিপকো আন্দোলনের সবিস্তার আলোচনার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটিতে নারীর মধ্যে থাকা বিশেষ কিছু গুণ তুলে ধরেন, যা হল সেবা, লালনপালন, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও ধৈর্য, জৈবিক ও আধ্যাত্মিক সংযোগ, অহিংসা ইত্যাদি। সেই সাদৃশ্য তিনি প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পান, যা আজ পুঁজিবাদী ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অবদমনে অত্যাচারে দুস্থ হয়ে পরেছে। তার মতে নারীর নিপীড়ন ও প্রকৃতির ধ্বংস একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। ভবিষ্যতে পিতৃতান্ত্রিক এমন অবদমন সহ্য করতে থাকলে হয়তো নারী ও প্রকৃতি বিলুপ্তির পথে যাবে।

চিপকো আন্দোলনের মধ্য থেকে তিনি একটি শিক্ষা নেন এবং পরবর্তীকালে বীজের রক্ষা (Seed Sovereignty) বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রসর হন।

১৯৯৫ সালে ইউরোপীয় পেটেন্ট অফিস থেকে ডাব্লু. আর. গ্রেস নিমের ছত্রাকের উপরে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন নিমের এই গুণ ভারতীয়দের বহু হাজার হাজার বছর পুরনো জ্ঞান এই কারণে শিবার পরিচালিত একটি সংগঠন "নবদণ্য" পেটেন্ট এর বিরুদ্ধে ১০ বছর আইনি লড়াই চালিয়ে যায় ,তার ফল স্বরূপ ২০০৫ সালে পেটেন্ট বাতিল হয়। নিম, বাসমতি চাল, বিটি কটন, বীজের উপর ধার্য্য যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে পণ্যে রূপান্তরিত করছিল শিবা এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যান। জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম (GMO) মানে যা প্রকৃতির ভাবে তৈরি হওয়া বীজের একদম বিপরীত অবস্থা। যেখানে ল্যাবরেটরীতে মানুষের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে তৈরি বীজ, কোষ ইত্যাদি, যার ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, কৃষকরা অধিক মূল্যের বীজ কিনতে যাওয়ায় ঋণের জালে ফেসে যায় , এই ধরনের বীজ কৃষিতে ব্যবহৃত হলে মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হয়, এর বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে নবদন্য আন্দোলন শুরু করেন যার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বীজ সংগ্রহ করে সেগুলিকে সংরক্ষিত করা। বন্দনা শিবার মতে বীজ কোন কোম্পানির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কোম্পানি যদি বাণিজ্যিক ধার্য ভোগ করতে চায় তাহলে তা অনৈতিক বলে মেনে নেয়া হবে, এমন 'জীবন্ত লুট' করা আইনের বিরুদ্ধে।

১৯৯৩ সালে "Ecofeminism" বন্দনা শিবা এবং জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মারিয়া মাইস যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেন। প্রধান যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা হলো (Subsistence Perspective) সোজা কথা বলতে গেলে জীবনধারণের দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেবল মুনাফা ও শোষনে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রকৃতি যে বিনামূল্যে সেবা দেয় ঠিক তেমনই একজন মহিলা ঘরোয়া সেবা যুগিয়ে যায়। আধুনিক পদ্ধতি বায়োটেকনোলজি যেমন পরিবেশের উপর প্রজনন প্রযুক্তিকে চাপিয়ে দেয় ঠিক তেমনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী শরীরের উপরও নিয়ন্ত্রন করে থাকে। মাইস এবং শিবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যৌথভাবে সমালোচনা করেন যাকে তারা বলেন বীজ এবং জলবায়ুর উপনিবেশীকরণ। উন্নয়ন বা প্রগতি গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জীবন ধ্বংস করে দেয় ,যাকে তারা বলেছেন Maldevelopment বা অপ - উন্নয়ন। তারা দেখিয়েছেন বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজার বিশ্বজুড়ে কিভাবে অনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি ভোগ বিলাসের মধ্যে নেই , বরং প্রকৃতির সাথে সুস্থভাবে বেঁচে থাকায় রয়েছে।

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right বন্দনা শিবা এই TRIPS আইনি ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। Monocultures Of The Mind বইটিতে শিবা দেখিয়েছেন, দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে অস্বীকার করে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা হয়। কার্তিকেয় শিবা and বন্দনা শিবা এর লেখা বই Oneness Vs. the 1%: Shattering Illusions, Seeding Freedom. শিবার লেখা বই Earth democracy (২০০৬)। শিবার মতে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন কোম্পানিগুলো কীটনাশক(NMCs) ছড়িয়ে দিয়ে কৃষি পদ্ধতিকে বিষাক্ত করে ফেলছে। ১৯৯৭ সালে তাঁর বই 'Bio

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

piracy: The plunder of Nature and knowledge'। ১৯৯১ সালে GATT/WTO উন্মুক্ত বাজার বিস্তারিত হতে থাকে ভারতীয় কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকে। তখন বন্দনা শিবার Seed Sovereignty, কৃষির জৈববৈচিত্র্যকে রক্ষা করার জন্য ৫৮ টিরও বেশি "Community Seed Bank" স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে ১৫০ টির ও বেশি 'Seed Bank' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর বই Water Wars: Privatization Pollution and Profit (2002) দিল্লি তে প্রতিষ্ঠিত কোকাকোলার মতন ভিন্ন ভিন্ন কম্পানির বিরুদ্ধে জল দখলের দাবি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। প্রাকৃতিক সম্পদ জল ভূ-গর্ভস্থ থেকে তুলে নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে সম্পদের অতি অপ-ব্যবহার (Exploitation) এবং এর থেকে হওয়া অবক্ষয় (Depletion) এই ধরনের বার্তাকে 'পরিবেশগত লুণ্ঠন' বলেছেন। শিবার লেখা বই "Soil Not Oil: Climate Change, Peak Oil and Food Insecurity" জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশ্ব উষ্ণায়ন ইত্যাদির ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে সতর্ক বার্তা দিয়েছেন। তাঁর লেখা বই Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace 2005, এই বইটিতে তিনি বলেছেন প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যেটা আহরণ করব সেটিকে আবার প্রকৃতিতেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ, যেমন - পাতা, গোবর, জৈবসার ইত্যাদি সুতরাং ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং পুনরুৎপাদন হবে, যাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তনের নিয়ম।

World Trade organization (WTO) ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বন্দনা শিবা সক্রিয় বক্তব্য রাখেন। তাঁর লেখা The Violence of Green Revolution (১৯৮৯) এবং Seed Sovereignty, Food Security বই দুটিতে GMO, খাদ্য সঙ্কট, Grassroots struggle এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিবার উদ্দেশ্য ছিল কৃষক প্রাকৃতিক উপায়ে নিজেই কৃষিজ বীজ সংরক্ষণ করবে এবং ব্যবহার করবে। তাঁর Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply (২০০০) এই বইটিতে সিয়াটলের কৃষিজ দ্রব্য ধ্বংস ও বিশ্বায়ন নিয়ে গভীর পর্যালোচনা রয়েছে। বিশ্বের দরবারে ১৯৯৪ সালে international forum on globalization (IFG) সদস্য হিসাবে কৃষক ও কৃষি নিয়ে জোড়ালো বক্তব্য দিয়েছিলেন, ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে বিক্ষবে তিনি বলেছিলেন WTO এর বাণিজ্য নীতি দ্বিজ ও গরীব মানুষের খাদ্যের উপর দখল দারি করতে চায় যা আসলে একটি যুদ্ধের আধুনিক রূপ

১৯৯৩ সালে বন্দনা শিবা 'Right Livelihood Award' পান, ১৯৯৯ এ (COP) আধুনিক জলবায়ু সম্মেলন গুলির মুখ্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি প্রকৃতির সাথে অহিংসা চুক্তি বলতে, জৈবচাষ উৎপাদন করাকে বুঝিয়েছেন আর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করে চাষ করাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ (Violence) বলে ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতি যা দেয় তা সকল টুকু সবার জন্য দেয় একজনের ভোগ মেটানোর জন্য নয়। তিনি উত্তরাখণ্ডের নবদন্যের খামারে "বীজ বিদ্যাপীঠ" (Bija Vidyapeeth, ২০০৪)' প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেক রকম চাষ একসাথে একই জমিতে করার কথা বলেন, এর ফলে একটি ফসল নষ্ট হলেও অন্যটি টিকে থাকে মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির উর্বরতায় কোনো ক্ষতি করে না যেহেতু তা প্রাকৃতিক উপায়ে সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে , একে তিনি বলেছেন Polyculture যা হলো "জৈব চাষের কৌশল"। শিবার Grassroot organisations আফ্রিকা, এশিয়া, লাটিন আমেরিকা, ইউরোপ পর্যন্ত তার পরিবেশবাদী নারীবাদ বিস্তার লাভ করেছে।

পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার Dr. ডিগ্রী পাওয়া প্রথম নারী প্রফেসর ওয়াঙ্গেরি মাথেই (১৯৪০-২০১১)। 'The Green Belt Movement: Sharing the Approach and the Experience' (১৯৪৫) বইটি লিখেছেন। ২০১১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াঙ্গারি মাথাই মৃত্যু বরণ করেন। সেই বছরেই নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক শহরে এক স্মরণসভা তৈরী হয়। সেখানে "We Have A Beautiful Mother" গানটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মনে করতেন এক একটি গাছ হলো 'শান্তির সৈনিক' গ্রামীন দরিদ্র্য নারীদের নিয়ে তিনি 'Tree Nursery Group' তৈরি করেছিলেন। গাছ লাগিয়ে তাঁরা যে সামান্য অর্থ পেতেন তা থেকে সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচালনা করতেন। মাথেই এর লেখা বই 'The Challenge For Africa (২০০৯) and Replenishing The He Earth : Spiritual Values for Healing Ourselves And The World' (২০১০)। তাঁর স্মৃতিকথায় লেখা 'Unbowed : A Memoir' (২০০৬) বইটিতে তাঁর শৈশবের, শিক্ষা, থেকে শুরু করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দীর্ঘ্য জীবনি তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে তিনি নারীবাদী সংগ্রাম, পরিবেশ সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম তুলে ধরেছেন, উপনিবেশিক শাসনের ফলে বনভূমি ধ্বংস, উহুরু পার্ক রক্ষা করা (১৯৮৯), কিনিয়ার স্বৈরশাসক ডানিয়েল আরাপ মোই এর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বইটিতে গভীরতর আলোচিত হয়েছিল। মাথাই এর মা তাকে শিখিয়েছিলেন যে গাছ হল 'ঈশ্বর'। 'Third World Conference On Women' (১৯৮৫) কেনিয়ার নাইরোবিতে সংগঠিত হওয়ার পর Green belt movement এর মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন আফ্রিকার নারীরা যেমন পরিবেশ অবক্ষয়ের ভুক্তভুগী তেমনই তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে প্রধান দক্ষ কারিগর। আফ্রিকায় এই নারী সংগঠন বৃহত্তর হতে থাকায় , তৎকালীন সরকারের চোখে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দুর্বল হওয়ার ভয়ে, তাঁরা মাথেই এর বিরূদ্ধে সমালোচনা ও বাঁধা সৃষ্টি করায় চেষ্টা করেছিলো। NGO Mottainai in Japan (২০০৫) মাথাই মনে করতেন পরিবেশ রক্ষার তিনটি মূল মন্ত্র আছে সীমিত ব্যবহার (Reduce), বারবার ব্যাবহার (Reuse), (বর্জ্য পুনঃ উৎপাদন করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা (Recycle) যা ভোগবাদকে সীমিত করে যাকে একত্রে তিনি বলতেন 'Mottainai' । চতুর্থ "R" হল সন্মান (Respect) । তাঁর সম্পাদিত গ্রীন বেল্ট মুভমেন্ট এর সঙ্গে 'Mottainai' মন্ত্রটি জুড়ে দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেন যে আধুনিক ভোগবাদের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে মনে 'Mottainai' চেতনা উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ। Kyoto protocol সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে ২০০৫ সালে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। পরবতীকালে Mainichi Shimbun নামক জাপানের এক সংবাদ পত্রিকার সঙ্গে Mottainai Campaign শুরু করেন। তিনি জাপান সরকারের কাছ থেকে Cordon of the Order of the Rising Sun সম্মান পান। মাথাই ২০০৪ সালে "Nobel Peace prize laureate" সম্মান পেয়েছিলেন। ২০০৪ সালে একটি চলচ্চিত্র প্রকাশ হয় যার নাম "Taking Root the Vision of Wangari maathai"।

অস্তিত্ব রক্ষায় আধুনিকতার অপব্যবহার

তৎকালীন থেকে আজও বন্দনা শিবা বিভিন্ন সমালোচনায় স্বীকার যেমন - Essentialism নারী ≠ প্রকৃতি Oversimplification, Sentimentalism, Romanticization, Homogenization, Anti-science, Representation, Orientalist Construction দোষে দুষ্ট যুক্তিহীন উগ্র পণ্ডিত এই ধরণের কটাক্ষ তাঁকে শুনতে হয়েছে। ঠিক তেমনই Wangari maathai কেউ তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অখন্ডিত কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে একটি যন্ত্রের মতো মনে করে এবং তাকে জয় করতে চায় কিন্তু শিবা এবং মাথেই দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিকে উপভোগ নয় 'আবেগ' দিয়ে জানতে হবে। সমালোচকরা এটা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে যে শিবা এবং মাথাই এর পরিবেশ বান্ধব সক্রিয় কর্মের মধ্যে 'আবেগ' মিলিত আছে।

মানুষ পরিবেশকে নিজের ঘর ও সম্প্রদায় হিসেবে অনুভব করলে তখনই সে সুরক্ষা পায়। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে কেবল তাকে বিজ্ঞানের চোখে দেখলে চলবে না তাকে হৃদয়ের টান বা আবেগের মাধ্যমে আপন করে নিতে হবে। রিচার্ড ম্যাজি কর্তৃক লেখা Feminist Ecocriticism : Environment , women and in literature পত্রিকাটি ২০১২ সালে 'Lexington Books' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। "Reintegrating" এই শব্দটির দ্বারা ম্যাজি বুঝিয়েছিলেন আধুনিক অর্থনীতি বা শিল্পায়ন আমাদেরকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র করছে যাকে পুনরায় একত্রে বাঁধা দরকার। Sacred Heart University (SHU) এর Faculty publication এ প্রকাশিত "Reintegrating Human and Nature: Modern Sentimental Ecology in Rachel Carson And Barbara Kingsolver" এর লেখা পত্রিকাটি, প্রকৃতি ও মানুষ এর একতা তৈরির প্রান্তরেখা অনুবাদ করেছিল। তিনি বুঝিয়েছে অবেগ ও তথ্য যখন মিলে মিশে যায় তখনই জন্ম নেয় একটি মৌলিক সার্থক পরিবেশবিদ্যা। কতটা পরস্পর সংযুক্ত সবকিছু যেন সূক্ষ্ম ভাবে বোনা। সংস্কৃতি, ভূমি, পরিচয়, তাদের কাছ থেকে এমন ভাবে কেড়ে নেওয়া হয় যে তারা কখনোই ফিরে পাবে না।

ছলনাময় লুকানো সহিংসতার মধ্যে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিভাবে "আবেগপ্রবণ" ধারণা আমাদের পরিবেশ সংলাপ এবং পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্বগুলিকে অবহিত করতে সাহায্য করতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। আবেগঘন কল্পকাহিনীর সাথে পরিচিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হলো, আবেগঘন কল্পকাহিনী পড়ে বাস্তবে কজন তা আরোপ করেন? বাস্তবে আরোপ করা মানুষের সংখ্যা অতি ক্ষুদ্র। এমন অবস্থায় বাস্তবে "আবেগপ্রবণতা" বাস্তবে আরোপকারী পরিবেশ নারীবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে দুইজন উদাহরন হিসাবে আমি উদ্ধৃতে বন্দানা শিবা ও ওয়াঙ্গেরি মাথেই এর উল্লেখ করেছি। Richard Magee উনিশ

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শতকের সাহিত্যের উপর 'Sentimental Ecology' শব্দটি ব্যাবহার করেন। আবেগপ্রবণ ভাষার ব্যবহার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। "কারণ" এবং "আবেগ" পৃথক নয়, তারা পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য। অমানবিক আধুনিক বিশ্বের মধ্যে প্রকৃতি বিষয়ক "আবেগপূর্ণ" সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনা মূলত অনুভূতিশীল সুস্থ জীবন স্থাপনের পথ দেখায়।

যদি মানতে হয় বৈজ্ঞানিক বোধগম্যতার বাইরেই আবেগপ্রবণ অনুভূতির স্থান, তাহলে নীতি ও বিজ্ঞান আবেগের পাশাপাশি বিদ্যমান কেন? তাহলে কি আমাদের আবেগ প্রবণতাকে নির্মূল করতে হবে? কিন্তু তা তো কখনোই সম্ভব নয়! আমাদের বুঝতে হবে যে 'আবেগপ্রবণ উদ্যোগ' আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলে। আমরা বারবার মানবতাকে তার নিজের থেকে আলাদা করতে চাই। যখনই শত শত বছর ধরে প্রকৃতিকে "অন্য বা অপর বলে আখ্যান দিয়েছি, তখনই আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রজাতি, ভাষা, নারী, বর্ণ, বনভূমি, জল, সম্প্রদায়, ইত্যাদি জগত থেকে আলাদা দূরে সরে আঘাতের দিকে পরিচালিত হয়েছি। হারিয়ে ফেলেছি স্বদেশ যেই স্বদেশের মাটিতে রয়েছে খন্ডিত "আবেগ"। পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে নারী ও প্রকৃতি জগতের ক্ষতিই হল ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতি। পরিবেশবাদী নারীবাদে উল্লেখ করা উচিত যে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই নিপীড়িত হয়েছে, তাই তাদের উদ্বেগ গুলি সংযুক্ত, তাদের "আবেগ" ক্ষয়প্রাপ্ত।

শিবা, বলেছেন নারী ও প্রকৃতির অবস্থান এক ও অভিন্ন। তিনি একটি উদাহরণ দেন এক বনের মধ্যে জলস্রোত রয়েছে, বহু দূর থেকে নারীরা পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ ও গৃহস্থালির জন্য গৃহে জল নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের সমাজ একে উৎপাদনমূলক কাজ মনে করে না। সেখানে যদি একজন চিন্তাবিদ বা ইঞ্জিনিয়ার এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য জলস্রোত কে ব্যবহার করেন তখন তা উৎপাদনমূলক কাজ মনে করা হয়। বন থেকে পাওয়া জ্বালানি কাঠ, অক্সিজেন, ফলমূল, বন মাটির ক্ষয় রোধ করে, অনেক মূল্যবান সম্পদ বন থেকে পাওয়া যায় তাই একইভাবে সত্য যে একটি বন উৎপাদনমূলক হয়ে থাকে। মাথাই, মনে করতেন গাছ লাগানো শুধুই কর্মকাণ্ড নয় বরঞ্চ তা হলো আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরনের কজ। সমাজ যেমন নারী জ্ঞান ও দক্ষতা কে উৎপাদন মূলক মানতে নারাজ ঠিক সেরকমই প্রকৃতির অবদান অস্বীকৃত রয়ে গেছে।

উপসংহার

সমালোচকদের আবেগহীন সমালোচনা যে অপ্রাসঙ্গিক তা বন্দনা শিবা ও ওয়াঙ্গেরি মাথাই এর সক্রিয় নারী ও পরিবেশ বান্ধব কর্মকাণ্ডে সঠিক জবাব উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে রিচার্ড ম্যাজি কল্পকাহিনীর মধ্যে "আবেগপ্রবণ পরিবেশ-নারীবাদ" এ (Sentimental Ecology) তিনি যে ধারনাটি বিস্তার করেছেন শুধু মাত্র তা কল্পকাহিনীর মধ্যে সীমিত থেকে গেছে। উদ্ধৃত লেখনীতে আমি এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি **"আবেগ" কেবল কল্পকাহিনীর মধ্যে স্থগিত থাকবে না বাস্তবে তাকে সক্রিয় রূপ দিতে হবে, (Sentimental Active Ecofeminism) ঠিক যেমন বন্দনা শিবা ও ওয়াঙ্গেরি মাথাই ক্রিয়াশীল পদক্ষেপ ধারণ করেছিলেন** তেমনই পথে বাস্তবে স্বশরীরে চালনা হয়ে পরিবেশ ও নারীকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

Clark, Suzanne. (1991). Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the Word. Bloomington: Indiana University Press.

Hanover: University Press of New England. (2002). "Sentimental Ecology: Susan Fenimore Cooper and a New Model of Ecocriticism. PhD diss, Fordham University.

Jain, Sunaina. (2022). Activism and Ecofeminist Literature page.271.

Jachowski, David S. (2011). "The Sentimental Ecologist." Frontiers in Ecology and the Environment 9, no. 10: 575-576

Magee, Richard M. (2001). "Sentimental Ecology: Susan Fenimore Cooper's Rural Hours. "In" Such News of the Land": American Women Nature Writers, edited by Elizabeth DE Wolfe, and Thomas S. Edwards, 27-36.

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Magee, Richard M. (2012). Reintegrating Human and Nature: Modern Sentimental Ecology in Rachel Carson and Barbara Kingsolver" Sacred Heart University Form (Douglas A. Vakoch) "Feminist Ecocriticism: Environment, Women, and Literature" (Chapter) [1.2.1, 1.5.1]

Mathai, Wangari. (1985). The Green belt movement sharing the approach and the experience

Maathai, Wangari. (2010). The Challenge For Africa

Maathai, Wangari. (2010). Replenishing the Earth: Spiritual Values for Healing Ourselves and the World

Shiva,Vandana. (1988). Staying Alive: Women, Ecology, and Development.

Shiva, Vandana and Mies, Maria with a Foreword by Salleh Ariel. (1993). Critique Influence Change.

Shiva, Vandana.2005. Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace.

"The Seeds of Vandana Shiva" documentary. (2021). That chronicles the life and activism of Dr. Vandana Shiva.

Vakoch, Douglas, Editor. (2022). 19 Sep. The Routledge Handbook of Ecofeminism and Literature

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026